সংগ্রাম বার্তা
একটি উপকূলীয় উন্নয়ন সাময়িকী

। ১৯ তম বর্ষ । সংখ্যা ৬৬ । এপ্রিল ২০২৩

স্বাধীনতা যুদ্ধে আত্মদানকারী সকল শহীদের প্রতি সংগ্রাম পরিবারের পক্ষথেকে মহান স্বাধীনতা দিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি।

পাথরঘাটায় সবুজের বুকে সূর্যমুখীর হাসি

পাথরঘাটার পথ-ঘাট মাঠজুড়ে সূর্যমুখীর অপরূপ হলুদ রং ছড়িয়ে পড়েছে দিগন্তজুড়ে। যেন সবুজের বুকে সূর্যমুখীর অপূর্ব এক সূর্যহাসি। পাগলপাড়া করে দিয়েছে তার রূপবৈচিত্র দিয়ে। পাকা রাস্তা পেরিয়ে মেঠো পথ ধরে এগুলেই শুধু সারি সারি মনকাড়া সূর্যমুখী ফুলের গাছ। দূর থেকে দেখলে মনে হয় বিশাল আকারের হলুদ গালিচা বিছিয়ে রাখা হয়েছে। হলুদ রঙের হাজারো ফুল মুখ করে আছে সূর্যের দিকে। এই হাসি যেন কৃষকের হৃদয় উৎসারিত বাঁধভাঙা হাসি, প্রাণের উচ্ছ্বাস।

এমন মনোরম দৃশ্য দেখতে প্রতিদিনই হাজারো মানুষ ভিড় করছেন সূর্যমুখী বাগানের চারিপাশে। মনোরম সুন্দর পরিবেশ, উন্নত যাতায়াত ব্যবস্থা ও শহরের নিকটবর্তী হওয়ায় এমন দৃশ্য দেখাকে হাতছাড়া করতে চাইছেন না অনেকেই। সেইসঙ্গে সেলফি ও গ্রুপ ছবি তো আছেই। সবুজ মাঠের এই হলুদ রঙ ছবিতে এনে দিচ্ছে নতুন মাত্রা। একগুচ্ছ ফুলের সঙ্গে দর্শনার্থীরা যেন হাসছেন। দৃষ্টিকাড়া ফুলের মধ্যে মুঠোফোনে বন্দী করছেন প্রিয় মুহূর্তগুলো। সূর্যমুখী ফুল ক্ষেতের আশেপাশে সকাল থেকে সন্ধ্যা পুরো দিনই বাড়ছে মানুষের সমাগম।

সূর্যমুখী ফুল দেখতে যেমন অত্যন্ত আকর্ষণীয়, তেমনি রয়েছে তার হাজারো গুনাগুণ। তাই কম খরচে বেশি লাভের আশায় সূর্যমুখী চাষে আগ্রহী হয়েছে পাথরঘাটা উপজেলার কৃষক। উপকূলীয় জেলা বরগুনার সর্বদক্ষিণে অবস্থিত পাথরঘাটা উপজেলার সদর ইউনিয়ন। এর পশ্চিমে সুন্দরবন, দক্ষিণে সাগর, পূর্বে বিষখালী ও পায়রা নদীর মোহনা এবং উত্তরে পাথরঘাটা উপজেলার অন্য ইউনিয়ন। এখানে বিভিন্ন কারনে প্রায় ৮০-৮৫% (১৭৩৭৮ হেঃ) জমি রবি মৌসুমে পতিত থাকে। এবছর এই অবস্থা পাল্টে দিয়েছে সূর্যমুখীর উৎপাদন বৃদ্ধি ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে আয়বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি উপ-প্রকল্প।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)'র সহযোগিতায় এবং ইফাদ'র অর্থায়নে সংগ্রাম বাস্তবায়িত 'সূর্যমুখীর উৎপাদন বৃদ্ধি ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে আয়বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি' উপ প্রকল্পের মাধ্যমে পাথরঘাটা ও বরগুনা সদর উপজেলার ৯টি ইউনিয়নের ১৭টি গ্রামের ৬৯৬ জন চাষী এবছর ২৮১ একর ৪৫ শতাংশ জমিতে হাইছান ৩৬ জাতের সূর্যমুখী চাষ করেছে। হাইছান ৩৬ জাতের সূর্যমুখী উচ্চ ফলনশীল ও ফুল আকারে বড় হয় এবং জীবনকাল ১০০ থেকে ১১০ দিন। কৃষকরা নভেম্বরের শেষের দিকে মাঠে এই জাত বীজতলায় চাষ করতে সক্ষম হয়েছে। আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে এবছর প্রায় ২৮২ একর জমিতে ৩ লক্ষ ৩৮ হাজার ৪০০ কেজি সূর্যমুখী বীজ উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রতি কেজি সূর্যমুখী বীজ থেকে ৩০০ গ্রাম করে ১ লক্ষ ১ হাজার ৫২০ কেজি তেল উৎপাদন হতে পারে। এতে করে প্রতিজন কৃষক ১৪৬ কেজি তেল পেতে পারে। প্রতি কেজি ২৫০ টাকা হিসেবে ৩৬ হাজার ৫০০ টাকার তেল বিক্রয় করতে পারবেন।

ইফতার ও দোয়া অনুষ্ঠান ২০২৩

সিয়াম সাধনার মাস রমজান। মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা রহমত, মাগফিরাত ও নাজাতের এই মাসে আমাদের জন্য পূন্যের পাল্লাকে ভারী করার সুযোগ রেখেছেন। তাই পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষ্যে প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও ইফতারের আয়োজন করেছে সংগ্রাম। গত ৫ এপ্রিল সংগ্রাম'র প্রধান কার্যালয়ে এই 'ইফতার ও দোয়া অনুষ্ঠান'র আয়োজন করা হয়। ঐদিন বাদ আছর রোজার উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য তুলে ধরে বিশেষ আলোচনা করেন মো: বাকি বিল্লাহ ও বরগুনা কামিল মাদ্রাসা'র মোহাদ্দিস মাওলানা মো: জামাল উদ্দিন।

অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বরগুনা জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আলহাজ্ব মো: জাহাঙ্গীর কবির, পৌর মেয়র অ্যাড. কামরুল আহসান মহারাজ, সংগ্রাম'র প্রতিষ্ঠাতা চৌধূরী মোহাম্মদ মাসুমসহ বিভিন্ন ব্যাংক, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সমাজ সেবক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও প্রশাসনের সাথে সৌহার্দ্য ও সম্পৃতি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সংগ্রাম প্রতি বছর বরগুনার পাথরঘাটা ও বরগুনা প্রধান কার্যালয়ে ইফতারের আয়োজন করে থাকে। এর আগে গত ২৯ মার্চ পাথরঘাটা শাখায় ইফতারের আয়োজন করে সংগ্রাম।

কেঁচো সার তৈরি বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

কেঁচো সার তৈরি ও ব্যবহার করে ক্ষতিকর রাসায়নিক সারের ব্যবহার এবং নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সমৃদ্ধি কর্মসূচির মাধ্যমে পাথরঘাটার বাদুরতলা গ্রামে গড়ে উঠেছে কেঁচো গ্রাম। এ গ্রামে পাশাপাশি অনেকগুলো বাড়িতে বাণিজ্যিকভিত্তিতে কেঁচো সার উৎপাদিত হচ্ছে। এই উৎপাদনকরীদেরকে অভিজ্ঞ ও দক্ষ করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে গত ৩১ জানুয়ারি কেঁচো সার তৈরি বিষয়ক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। বাণিজ্যিকভিত্তিতে সার উৎপাদন করে সফল চাষি বাদুরতলার ময়না রানীর বাড়িতে এই প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। ময়না রানী নিজের কেঁচো সার উৎপাদন ফার্মে হাতে কলমে কেঁচো সার তৈরির কলা কৌশল প্রদর্শন করেন।

সমৃদ্ধি কর্মসূচি আয়োজিত এই প্রশিক্ষণ তদারকি করেছেন পিকেএসএফ'র স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিভাগের ম্যানেজার এবং সমৃদ্ধি ইউনিটের পিকেএসএফভূক্ত সংগ্রাম'র কনসার্ন অফিসার ড. মুহাম্মদ আশরাফুল আলম। প্রশিক্ষণ প্রদান করেছেন পাথরঘাটা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ফরাজানা তাসমিন, কৃষিবিদ মুসলিমা খাতুন, ডিপ্লোমা কৃষিবিদ মাসুদুর রহমান। কোর্স আয়োজন ও বাস্তবায়নের দায়িত্বে ছিলেন সমৃদ্ধি কর্মসূচির উদ্যোগ উন্নয়ন কর্মকর্তা মো: মামুন অর রশিদ।

শুঁটকির বাজার ব্যবস্থাপনা ও প্রসারণ বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বরগুনায় শুঁটকির বাজার ব্যবস্থাপনা ও প্রসারণ বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সংগ্রাম'র আয়োজনে ও পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)'র সহযোগিতায় ১৩ ফেব্রুয়ারি শহীদ স্মৃতি সড়কের সংগ্রাম প্রধান কার্যালয়ের হলরুমে দিনব্যাপী এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালার উদ্বোধন করেন বরগুনা জেলা মৎস্য কর্মকর্তা বিশ্বজিৎ কুমার দে। সংগ্রাম'র নির্বাহী পরিচালক চৌধুরী মুনীর হোসেন'র সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, সংগ্রাম'র উপনির্বাহী পরিচালক চৌধুরী মোহাম্মাদ মঈন, জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা মোহাম্মদ বশির আহমেদ, চ্যানেল আই ও বাংলাদেশ প্রতিদিন'র বরগুনা প্রতিনিধি হাসানুর রহমান ঝন্টু। এসইপি প্রোজেক্টের পরিবেশ কর্মকর্তা মোঃ আরাফাত ইসলাম এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন, এসইপি প্রকল্পের প্রকল্প ব্যবস্থাপক মোঃ ইউসুফ। সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি) প্রজেক্ট ও 'বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে পরিবেশ বান্ধব উপায়ে নিরাপদ শুঁটকি উৎপাদনকারী উদ্যোক্তা তৈরি ও প্রসারের ব্যবস্থা গ্রহণ' উপ-প্রকল্পের আওতায় এ কর্মশালায় ত্রিশজন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। বাজার ব্যবস্থাপনা ও প্রসারণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালার প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এসিআই লিঃ এর আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক মোঃ শাহাদাত হোসেন। প্রশিক্ষণ শেষে কুয়াকাটার শুঁটকি ব্যবসায়ী মোঃ মাহতাব উদ্দিনের হাতে সংগ্রাম'র এসইপি প্রকল্পের মাধ্যমে বিনামূল্যে ভ্যাকুয়াম প্যাকিজিং এর স্বয়ংক্রিয় মেশিন হস্তান্তর করা হয়।

বক্তব্য রাখছেন বরগুনা জেলা মৎস্য কর্মকর্তা বিশ্বজিৎ কুমার দে

উপকূলীয় দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় শিক্ষা: সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ বিষয়ক সংলাপ অনুষ্ঠিত

সংগ্রাম ও ক্যাম্পেই এর আয়োজনে এবং এডুকেশন আউটলোড-এএসএ, গ্লোবাল পার্টনারশিপ ফর এডুকেশন (জিপিই)'র সহযোগিতায় বৃহস্পতিবার ৯ ফেব্রুয়ারি বরগুনা পৌরসভা মিলনায়তনে বরগুনায় উপকূলীয় দুর্যোগ প্রবণ এলাকায় শিক্ষা: সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ বিষয়ক সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সংলাপে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন বরগুনা জেলা প্রশাসনের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক ও শিক্ষা) ফয়সাল আহমেদ। সংগ্রাম এর কার্যনির্বাহী পরিষদ ও বরগুনা জেলা শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যক্ষ জিয়াউল করিম এর সভাপতিত্বে এবং সাংবাদিক মনির হোসেন কামাল এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন- সংগ্রাম'র সিনিয়র পরিচালক (কর্মসূচি) মোঃ ইউসুফ ও গণ সাক্ষরতা অভিযান এর উপকার্যক্রম ব্যবস্থাপক মোঃ আঃ রউফ।

এ সময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বরগুনা জেলা এনজিও ফোরাম'র সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মোতালেব মৃধা, সংগ্রাম'র প্রতিষ্ঠাতা চৌধুরী মোহাম্মদ মাসুম, জেলা শিক্ষা নেটওয়ার্কের সভাপতি সাংবাদিক হাসানুর রহমান ঝন্টু প্রমুখ।

পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মোঃ তরিকুল ইসলাম উপকূলীয় দুর্যোগ প্রবণ এলাকায় শিক্ষা: সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ বিষয়ক একটি তথ্যচিত্র উপস্থাপন করেন। এ বিষয়ে শিক্ষক, এনজিও প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত থেকে তাদের সুনির্দিষ্ট মতামত উপস্থাপন করেন। মুক্ত আলোচনায় বক্তব্য রাখেন সিপিপি উপজেলা টিম লিডার জাকির হোসেন মিরাজ, লেখক ও গবেষক চিত্তরঞ্জন শীল, জেলা শিক্ষা অফিস পরিদর্শক রফিকুল ইসলাম, জেলা মহিলা সংস্থার চেয়ারম্যান হোসনে আরা চম্পা, দেশ সেরা শিক্ষক সিদ্দিকুর রহমান, সমাজসেবা সহকারি উপ-পরিচালক মো: ইউসুফ হোসেন, প্রভাষক আহসান হাবিব, শিক্ষক ইদ্রসুল আলম, তপন মিস্ত্রী, রেইজিনা লুনা, অধ্যক্ষ ইউনুস আলী, প্ল্যান ইন্টারন্যাশনালের আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ।

"ক্ষুদ্র উদ্যোগে উৎপাদিত পণ্যের মানোন্নয়ন, ব্র্যান্ডিং এবং ই-কমার্স ভিত্তিক বিপণন" উপ-প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু

বর্তমানে আমাদের দেশে প্রান্তিক পর্যায়ে উৎপাদিত পণ্যের বাজার সম্প্রসারিত হচ্ছে। চলমান সময়ে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকার জন্য গুণগতমান উন্নয়নের পাশাপাশি ক্ষুদ্র উদ্যোগ পণ্যের ব্র্যান্ডিং, প্যাকেজিং এর মানোন্নয়ন করা আবশ্যক। অন্যদিকে তথ্য-প্রযুক্তি বিকাশের ফলে বিভিন্ন পণ্যের অনলাইন বিপণন সম্প্রসারিত হচ্ছে। ভোক্তাদের কাছেও ই-কমার্সের মাধ্যমে পণ্য ক্রয়ের আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এহেন বিষয়ের আলোকে ক্ষুদ্র উদ্যোগ পণ্যের মান উন্নয়ন ও ব্র্যান্ডিং এর মাধ্যমে উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধি করে ই-কমার্সের মাধ্যমে পণ্য বিপণন করে ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাত অধিকতর সম্প্রসারণের লক্ষ্যে পিকেএসএফ'র মাধ্যমে সংগ্রাম গত ৭ মার্চ থেকে "ক্ষুদ্র উদ্যোগে উৎপাদিত পণ্যের মানোন্নয়ন, ব্র্যান্ডিং এবং ই-কমার্স ভিত্তিক বিপণন" উপ-প্রকল্পের বাস্তবায়ন শুরু করেছে। সংগ্রাম বরিশাল বিভাগে ৫০ টি শাখার মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। এই কর্মসূচির অন্তর্ভূক্ত উদ্যোক্তা সদস্য কিংবা এর বাইরে ক্ষুদ্র উদ্যোগের সাথে জড়িতদের এই প্রকল্পের অংশীজন হিসেবে গ্রহন করা হচ্ছে। এসকল ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পণ্যের গুণগতমান উন্নয়নে প্রযুক্তি সহায়তা দেয়া হবে। পণ্যের স্টাইল ও ডিজাইন আধুনিকায়নে আর্থিক সহায়তা দেয়া হবে। পণ্যের লেবেলিং আধুনিকায়নে আর্থিক অনুদান, ফেসবুক বুস্টিং, মোড়কীকরণে আর্থিক সহায়তা, প্রশিক্ষণ, ই-কমার্স বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়ন, পণ্যের সনদায়নে আর্থিক সহায়তা, সংগ্রাম'র নিজস্ব ই-কমার্স প্লাটফর্ম আধুনিকায়ন ইত্যাদি এই প্রকল্পে অন্তর্ভূক্ত থাকছে।

একবছর মেয়াদের এই প্রকল্পে ইতোমধ্যে লোকবল নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা চিহ্নিত, বাছাই ও আন্তঃযোগাযোগের মাধ্যমে উদ্যোগের সম্ভাব্যতা যাচাই-বাছাই করে চাহিদা বের করা হচ্ছে। খুব শীঘ্রই অন্যান্য কাজগুলো শুরু হতে যাচ্ছে।

শিক্ষা সামগ্রী প্রদান

বরগুনা জেলার পাথরঘাটা উপজেলার পাথরঘাটা ইউনিয়নে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগিতায় সংগ্রাম'র বাস্তবায়নে, সমৃদ্ধি কর্মসূচির শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রমের আওতায় ১১ বছর ধরে ৬০টি বৈকালীন শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্র চলমান রয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিয়মিত যে পাঠদান করা হয় তাদের মধ্য থেকে শিশু, ১ম ও ২য় শ্রেণির দুর্বল শিক্ষার্থীর পাঠটুকু বিকালে সমৃদ্ধি শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের মাধ্যমে পাঠ তৈরীতে সংগ্রাম শিক্ষিকাগণ সহায়তা করেন। এসকল শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্র পড়ুয়াদের মাঝামাঝি স্থানে কোন বাড়ির বাড়ান্দায় এই পাঠদান করা হয়। প্রতিটি শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রে প্রতিবছরের মত ফ্লিপচার্ট, ত্রিপল, ব্ল্যাকবোর্ড, সাইনবোর্ড, চক, ডাস্টার, হাজিরা খাতা প্রদান করা হয়েছে। গত ১৯ মার্চ চৌধুরী মাসুম টেকনিক্যাল এন্ড বিজেনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজে এই মালামাল বিতরণ করা হয়।

সংগ্রাম'র প্রতিষ্ঠাতা চৌধুরী মোহাম্মদ মাসুমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পাথরঘাটা উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা টি.এম শাহআলম। বিশেষ অতিথি ছিলেন একাডেমিক শিক্ষা সুপারভাইজার মো: মুনিরুল ইসলাম, সমৃদ্ধি কর্মসূচির সমন্বয়ক ও সংগ্রাম'র পরিচালক মো: মাসউদ সিকদার। সমৃদ্ধি শিক্ষা কর্মকান্ড সম্পর্কে ধারণা প্রদান করেছেন সমৃদ্ধি কর্মসূচির সোস্যাল ডেভেলপমেন্ট অফিসার (এসডিও) গোলাম মাহমুদ হায়দার সিফাত। বক্তব্য রেখেছেন শিক্ষিকা লিপি আকতার, সানজিদা লাভলী, এসডিও মাশরুরুল আলম নাছিম, শিক্ষা সুপারভাইজার শওকাতুল ইসলাম।

১৯ মার্চ পাথরঘাটার ৬০ টি শিক্ষা কেন্দ্র এবং ২০ মার্চ ডৌয়াতলা ৪০ টি শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রে অর্থাৎ সংগ্রাম'র মাধ্যমে সমৃদ্ধি কর্মসূচির ১০০ টি শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রে মালামাল প্রদান করা হয়।

ডৌয়াতলায় বিনামূল্যে চক্ষু ক্যাম্প অনুষ্ঠিত

বামনা উপজেলার ডৌয়াতলা ইউনিয়নে বিনামূল্যে চক্ষুক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে। পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)'র সহযোগিতায় সংগ্রাম'র বাস্তবায়নে সমৃদ্ধি কর্মসূচির আয়োজনে বিনামূল্যে এই ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১৯ মার্চ মধ্য কাকচিড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত অত্র ক্যাম্পে চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করেছে ইস্পাহানী ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতাল।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির ইউনিয়ন সমন্বয়কারী কৃষিবিদ জাকির হোসেন'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত চক্ষু ক্যাম্পের উদ্বোধনীতে প্রধান অতিথি ছিলেন ডৌয়াতলা ইউনিয়ন চেয়ারম্যান মো: মিজানুর রহমান মিজান। বিশেষ অতিথি ছিলেন সংগ্রাম হেল্‌থ কেয়ার সেন্টারের আবাসিক মেডিকেল অফিসার নিউটন হালদার, ইস্পাহানী ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতালের ক্যাম্প সুপারভাইজার কাজী মিজানুর রহমান। বক্তব্য রেখেছেন সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র স্বাস্থ্য কর্মকর্তা মো: ফয়সাল হোসেন, মো: মিজানুর রহমান।

সকাল ৯ টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত এই চক্ষু ক্যাম্পের মাধ্যমে ১৫৯ জন রোগিকে সেবা প্রদান করা হয়। ২৭ জন রোগিকে ছানি অপারেশনের জন্য এবং ৩ জন রোগির নেত্রনালী অপারেশনের জন্য নির্বাচিত করা হয়। ২০ মার্চ এসকল রোগিকে অপারেশনের জন্য বরিশাল ইস্পাহানী ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতালে নিয়ে পর্যায়ক্রমে অপারেশন সমাপ্ত করা হয়। রোগিদের ফিরতি পথের যাতায়াত, কালো চশমা, ঔষধ ও নেত্রনালী অপারেশনের সমুদয় খরচ সমৃদ্ধি কর্মসূচির মাধ্যমে বহন করা হয়।

নিরাপত্তা ও মৎস্য এলাকা নির্ধারণে
আধুনিক যন্ত্র সংযোজন বিষয়ক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

গভীর সমুদ্রে চলাচলকারী ট্রলার-এর নিরাপত্তা ও মৎস্য এলাকা নির্ধারণে আধুনিক যন্ত্র সংযোজনের লক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সংগ্রাম'র আয়োজনে গত ১৯ মার্চ পাথরঘাটা উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেলসশিয়াল টেক লিমিটেড'র পরিচালক সাবেক নৌ কমান্ডার খন্দকার ইলিয়াস কাঞ্চন প্রধান আলোচক হিসেবে ভিডিও ডকুমেন্টরির মাধ্যমে গভীর সমুদ্রে চলাচলকারী ট্রলার-এর নিরাপত্তা ও মৎস্য এলাকা নির্ধারণে আধুনিক যন্ত্র ব্যবহার এর উপকারিতা নিয়ে আলোচনা করেছেন।

বক্তব্য রেখেছেন উপজেলার সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা জয়ন্ত কুমার অপু

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, পাথরঘাটা উপজেলার সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা জয়ন্ত কুমার অপু। সংগ্রাম'র প্রতিষ্ঠাতা চৌধূরী মোহাম্মদ মাসুম এর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা পরিষদ সদস্য মো: এনামুল হোসেন, ট্রলার মালিক সমিতির সভাপতি গোলাম মোস্তফা চৌধূরী, বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির কেন্দ্রীয় পরিচালক আমিনুর রহমান, পাথরঘাটা প্রেসক্লাব'র সাধারণ সম্পাদক আমিন সোহেল। আলোচনা সভায় অন্যান্যের মধ্যে কথা বলেন, সাংবাদিক ইমাম হোসেন নাহিদ, ট্রলার মালিক দুলাল হোসেন, ট্রলার মালিক ও ইউপি সদস্য ছগির হোসেন। এ আলোচনা সভায় ৯৩ জন ট্রলার মালিক ও মাঝি উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও সরকারি-বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তা, সাংবাদিক, ডগ মালিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনায় বক্তারা বলেন, এ যন্ত্রের মাধ্যমে খুব সহযেই সমুদ্রে মাছের ঝাঁকের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে, সহজে ও নিরাপদে যে কোন সময় সমুদ্রে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে, কোথায় পানির গভীরতা কত, কোথায় চর বা ডুবন্ত জাহাজ আছে, তাও সহজেই বুজতে পারা যাবে। বর্তমানে সমুদ্রে কোন জায়গায় অবস্থান করছে তা ইলেকট্রনিক চার্টে সরাসরি দেখতে পারবেন। জলদস্যুর কবলে পড়লে বা অন্য কোন বিপদে পড়লে অথবা যে কোন প্রয়োজনে ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত বাংলাদেশ নৌবাহিনী, কোস্টগার্ড অথবা যে কোন বাণিজ্যিক জাহাজ বা অন্য কোন বোটের সাথে অতি সহজে যোগাযোগ করতে পারবে। এতে করে কমবে জ্বালানী তেলসহ অন্যান্য খরচ।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এই প্রযুক্তি সংযোজনে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে বলে অনুষ্ঠানের সভাপতি চৌধূরী মোহাম্মদ মাসুম উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ৩ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা মূল্যের এই প্রযুক্তি সংযোজনের ক্ষেত্রে পিকেএসএফ প্রথম দিকের ৪০ টির প্রতিটিতে ২ লক্ষ টাকা করে সর্বমোট ৮০ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করবে। পাথরঘাটা উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ ধরনের উদ্যোগকে একটি সময়োপযোগি পদক্ষেপ বলে জানান।

ঋণ কর্মসূচির মানোন্নয়নে সংগ্রাম কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

সংগ্রাম'র মাঠ পর্যায়ে ঋণ কর্মসূচির মান বৃদ্ধির জন্য কর্মকর্তাদের নিয়ে মতবিনিময় সভা করেছে দাতাসংস্থা পিকেএসএফ'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ। গত ৯ ফেব্রুয়ারি বরগুনায় সংগ্রাম প্রধান কার্যালয়ের হলরুমে এই মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। মতবিনিময় সভার প্রধান অতিথি হিসেবে ঋণ বিষয়ে আধুনিক কলাকৌশল উপস্থাপণ করেন পিকেএসএফ'র উপ-মহাব্যবস্থাপক মোঃ জামান খন্দকার। সংগ্রাম'র নির্বাহী পরিচালক চৌধূরী মুনীর হোসেন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বকেয়া কার্যকরীভাবে উত্তোলনের বিষয়ে আলোচনা করেন- পিকেএসএফ'র সহকারি ব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) মোঃ সনেট মল্লিক। সভায় ঋণ কর্মসূচি'র চলমান তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনা করেন পরিচালক ঋণ মো: হুমায়ুন কবির। বিগত মাসের টার্গেট পূরনে সফলতা অর্জনের জন্য সংগ্রাম'র ঋণ কর্মসূচির সাথে যুক্ত পরিচালক (ঋণ), জোনাল ম্যানেজার, এরিয়া ম্যানেজারদের পুরস্কার তুলে দেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি। সংগ্রাম'র নির্বাহী পরিচালক সংস্থার কার্যক্রমের অগ্রগতি সমৃদ্ধশালী করতে মাঠ পর্যায়ের সকল কর্মকর্তাদের বেতন বৃদ্ধি করার ঘোষণা দেন। যা আগামী এক মাসের মধ্যে বাস্তবায়ন করার বিষটি তিনি উপস্থাপন করেন। এই বেতন বৃদ্ধিতে কাজের গতি বাড়বে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন- পিকেএসএফ এর উপ-মহাবস্থাপক।

এ মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন- উপ-নির্বাহী পরিচালক চৌধূরী মোহাম্মাদ মঈন, প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তা, জোনাল ম্যানেজার, এরিয়া ম্যানেজার, শাখা ব্যবস্থাপক ও মাঠ কর্মকর্তাবৃন্দ। অনুষ্ঠানে ঋণ কর্মসূচির বর্তমান পরিস্থিতি তুলে ধরেন সংগ্রাম'র জোনাল ম্যানেজার ও এরিয়া ম্যানেজারগণ। মতবিনিময় সভার শেষে আগামী এক বছরের ঋণ প্রবৃদ্ধির বাস্তবভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

পৃষ্ঠপোষক ঃ চৌধূরী মুনীর হোসেন, **নির্বাহী সম্পাদক ঃ** চৌধূরী মোহাম্মাদ মঈন, **সম্পাদক ঃ** মো. মাসউদ সিকদার, **গ্রাফিক্স ঃ** মো. আরিফ মিয়া
ইনফরমেশন সেল, সংগ্রাম, শহীদ স্মৃতি সড়ক, বরগুনা থেকে প্রকাশিত। ফোন ঃ +৮৮ ০২৪৭৮৮৮৬৮২৮
E-mail: sangramngo@yahoo.com, Facebook: facebook.com/ngosangram, youtube.com/SangramNgo, Website: www.sangram.ngo